দৈনিক ইনকিলাব

01 NOV 1987

6 কলাম

9 12

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাবনা

পূর্ব প্রকাশিতের পর

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনই হবে প্রধান উদ্দেশ্য।

১। প্রাথমিক স্তরঃ

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ছাত্রদেরকে নিম্নে উল্লেখিত যোগ্যতাসমূহ প্রদানের বিষয়টি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

(ক) বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ কোরআন মজিদ নাজেরা পাঠ ও তাজবীদসহ কিরাআত হিসেবে পড়তে সক্ষম হওয়া।

(খ) ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞান তথা ঈমান, আকাইদ, নামাজ রোযার নিয়মাবলী ফরজ ও ওয়াজিব, হালাল-হারাম ও পাক না পাকির মাসায়েল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।

(গ) সহজ আরবী বুঝতে পারা, দৈনন্দিন ব্যবহার্য আরবী ভাষা মোটামুটি শুদ্ধভাবে বলতে পারা ও বিশুদ্ধ বানানসহ শ্রুতলিপি (Dictation) লিখতে পারা।

(ঘ) অংকের মৌলিক সমস্যাসমূহ সহজভাবে সমাধান করতে পারা।

(ঙ) বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক গতিতে মাতৃভাষা বাংলা পড়তে, বুঝতে ও লিখতে পারা এবং ভাষা ও ব্যাকরণের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের জ্ঞান লাভ করা।

(চ) বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ ইংরেজী ভাষা পড়তে, লিখতে ও মোটামুটিভাবে অর্থ বুঝতে সক্ষম হওয়া।

(ছ) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা অর্জন।

(জ) নিজেদের পরিবেশ, আপন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ এবং মুসলিম বিশ্বের অবস্থান, জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা।

(ঝ) নবীদের সংগ্রামী জীবন ও দ্বীন ইসলামের পথে তাদের ত্যাগের কাহিনী সম্পর্কিত ধারণা অর্জন।

এ লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক স্তরকে ছয় বছরের কোর্সে বিভক্ত করা যেতে পারে।

২। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে ছাত্রদেরকে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা দান হবে প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

(এ স্তরে ৭ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত এ চারটি শ্রেণী থাকবে)

(ক) তরজমা ও সরল ব্যাখ্যাসহ অন্ততঃ দশ পারা কোরআন শরীফ পাঠ্যভুকত করতঃ ইসলামের প্রধান উৎস আল কিতাবকে বুঝার ও তদনুযায়ী আমল করার পথ প্রশস্ত করা।

(খ) ১০০০ থেকে ১৫০০ নির্বাচিত হাদীস পাঠ্যভুক্ত করতঃ ইসলামের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহর জ্ঞান লাভে সাহায্য করা।

(গ) সহজ আরবী ভাষা বুঝতে বলতে বিশুদ্ধ পঠন ও লিখার মাধ্যমে আপন মনের ভাব প্রকাশ করার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান।

(ঘ) একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসায়েলসমূহের পূর্ণজ্ঞান দান।

(ঙ) যে কোন বিষয় অবলম্বনে মাতৃভাষা বাংলাতে রিপোর্ট তৈরী, প্রবন্ধ বা বক্তৃতা রচনার যোগ্যতা দান।

(চ) মহানবী (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ এবং ভারত ও বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও মুসলমানদের উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

(ছ) অংকের মৌলিক ও মিশ্র নিয়মসমূহ জ্ঞাত হওয়া এবং বিশুদ্ধভাবে ফরায়েজ করতে পারা। উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন।

আবু বকর রফীক আহমদ

(জ) আপন রুচী ও ঝোঁক অনুযায়ী উচ্চতর ইসলামী জ্ঞান বা আধুনিক বিষয়াদির যে কোন একটিতে অগ্রসর হওয়ার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের তিনটি বিষয় গ্রহণ করার সুযোগ রাখা।

(ঝ) শিক্ষার্থীকে যদি কোন কারণে পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে হয় সেক্ষেত্রে সেকেণ্ডারী লেভেল পাস করা অন্যান্য প্রার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতা করতঃ আপন যোগ্যতা প্রমাণে সক্ষম করে তোলা।

৩। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ যোগ্যতার জন্যই প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

(ক) তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে এতটুকু জ্ঞান লাভ করা যাতে করে একজন শিক্ষার্থী আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থসমূহ নিজে পড়ে সঠিক অর্থ ও মর্মোদ্ধার করতে পারে। এ স্তরের পাঠ্যসূচীতে আরো দশ পারা তাফসীর এবং ১০০০ থেকে ১৫০০ হাদীস পাঠ্যভুক্ত থাকবে।

(খ) আরবী ভাষায় এতটুকু জ্ঞান লাভ করা যাতে করে একজন শিক্ষার্থী আরবী ভাষায় সাবলিল গতিতে কথা বলতে পারে এবং যারা উচ্চতর শ্রেণীতে গিয়ে আরবীতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে চায় উচ্চতর আরবী অধ্যয়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন যুগের আরবী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারা।

(গ) ফিকহ-এর মাসায়েলসমূহ আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য ফিকহ বিষয়কে বাধ্যতামূলক করা এবং পরবর্তী স্তরে গিয়ে যারা এ ময়দানে পারদর্শিতা অর্জন করতে ইচ্ছুক উছুল ফিকহ ও কালাম শাস্ত্রের উপর ২০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় অধ্যয়নের ব্যবস্থা রাখা।

(ঘ) মাতৃ ভাষায় ছাত্রদের পরিপক্কতা দানের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা ভাষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা রাখা।

(ঙ) আপন রুচি ও ঝোঁক অনুযায়ী উচ্চতর শ্রেণীতে গিয়ে যে কোন বিষয়ে অনার্স পড়তে আগ্রহীদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ রাখা।

(চ) ডাক্তারী প্রকৌশল বা বাণিজ্য বিষয় অধ্যয়নে আগ্রহীদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার্জনের ব্যবস্থা রাখা।

(ছ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পরে কোন কারণে পড়াশুনা বন্ধ করে দিলে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক সনদধারীদের অনুরূপ যে কোন কাজে নিয়োজিত হওয়ার মতো যোগ্যতা লাভ করা।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তর (ডিগ্রী ও অনার্স ডিগ্রী)

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোর্স দু'ভাগে বিভক্ত থাকবে। যথা ডিগ্রী (পাস) কোর্স ও ডিগ্রী (অনার্স) কোর্স। ডিগ্রী পাস কোর্স দুই বছরের অধ্যয়নকাল এবং অনার্স কোর্স তিন বছরের অধ্যয়নকালে বিভক্ত থাকবে।

৫। পাস কোর্সের ছাত্রদের নিম্নলিখিত যোগ্যতা দানই হবে প্রধান উদ্দেশ্যঃ

(ক) বিশুদ্ধ অর্থ এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা (এতদুদ্দেশ্যে) এ স্তর বাকী দশ পারা কোরআন শরীফ সর্বসম্মত তাফসীরের আলোকে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে।

(খ) আল কোরআনের পরিচয়, কোরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি, তাফসীর শাস্তেরর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কিত জ্ঞান দান (এ জন্য তফসীরের সাথে উলুমুল কোরআন নামক একটি পূর্ণ পত্র থাকবে)

(গ) হাসীদের দুই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম থেকে প্রয়েজানীয় অংশ পাঠ্যভুক্ত করতঃ বিশুদ্ধতম হাদীসসমূহ সরাসরি অধ্যয়ন ও তদনুযায়ী আমল করার পথ প্রশস্ত করা।

(ঘ) মাতৃভাষা বাংলায় পরিপক্কতা দানের লক্ষ্যে তা বাধ্যতামূলক করা এবং নিজের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে মার্তৃ ভাষার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কাছে পেশ করার যোগ্যতা দান করা।

(ঙ) আবশ্যিক বিষয়সমূহের (তাফসীর উলুমুল কোরআন, হাদীস ও বাংলা) পাশাপাশি ইসলামী আইন তত্ত্ব ও ফিকহ শাস্ত্র, মুসলিম দর্শন ও কালাম তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ইসলামের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, লোক প্রশাসন, জীববিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন, গণিত, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, আরবী/উর্দু/ফার্সী ইংরেজী ইত্যাদি বিষয়সমূহের যে কোন দুইটি অধ্যয়নের সুযোগ দান।

(চ) শিক্ষার্থীদেরকে স্ব স্ব বিষয়ে এতটুক জ্ঞান দান করা যাতে করে ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীগণ যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়।

৬। অনার্স কোর্স প্রবর্তনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত যোগ্যতা দানই হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্যঃ

(ক) হাদীস, তাফসীর, আদব, ফিকহ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের মাধ্যমে ইলসামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরিউক্ত ময়দানসমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন ও তাদের অধিকতর গবেষণা ও মৌলিক অবদানে সক্ষম একদল বিশেষজ্ঞ তৈরী করা।

(খ) ডিগ্রী পাস কোর্স মানের স্তরের ছাত্রদেরকে শিক্ষা দানের নিমিত্ত একদল যোগ্য উলেমা ও শিক্ষক সৃষ্টি করা।

(গ) নিজ নিজ অধিত বিষয়ের উপর মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনে আগ্রহীদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করা।

(ঘ) শিক্ষকতা ছাড়াও অন্যান্য ময়দানে ও ক্ষেত্রসমূহে নিয়োজিত হয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে সমর্থ করার উদ্দেশে অনার্স শিক্ষার্থীদের জন্য পাস কোর্সের ছাত্রদের অনুরূপ সাবসিডিয়ারী বিষয় গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা।

৭। মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সঃ (প্রিলিমিনারী ও ফাইন্যাল)

মাস্টার্স ডিগ্রী প্রিলিমিনারী ও ফাইন্যাল কোর্স শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকবে। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাধীন পূরণ সাপেক্ষে গোটা দেশে ১/২টি প্রতিষ্ঠানে এ কোর্স চালু করে দেখা যেতে পারে।

উদ্দেশ্যঃ

(ক) অধিত বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী উক্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং তার মধ্যে এ ময়দানে মৌলিক গবেষণা ও মৌলিক প্রবন্ধ/পুস্তক রচনার মত্রে যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

(খ) উক্ত শিক্ষার্থী অধিত বিষয়ে যে কোন মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার যোগ্যতা লাভ করবেন।

(গ) একজন শিক্ষার্থী সাধারণ ব্যবস্থায় মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করার পর যে সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও যে সমস্ত চাকরিতে নিয়োজিত হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা লাভ করে তদনুরূপ যোগ্যতা ও অধিকার লাভ করা।

(ঘ) কোরআন সুন্নাহ ও মৌলিক ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী একদল শিক্ষিত যুবক সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে নৈতিক অবক্ষয়, আদর্শিক দৈন্য ও অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে বাঁচানোর পথ সুগম করা।

(ঙ) আপন জ্ঞানকে আল-কোরআনের আদর্শ সমুন্নত করা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করার মাধ্যমে ইহলৌকিক সাফল্য ও পারলৌকিক মুক্তি তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের কাজে লাগানো।

বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত আলোচনা

(প্রাথমিক থেকে ডিগ্রী পাস কোর্স পর্যন্ত)

১। কোরআন পাঠঃ প্রথম শ্রেণী থেকে আরবী কায়েদা পাঠের মাধ্যমে কোরআন পাঠের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক শিক্ষাদান আরম্ভ হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে যথাক্রমে ৩০তম পারা ও সূরাতুল বাক্বারা নাজেরা পাঠের অনুশীলন করানোর মাধ্যমে কোরআনের বাকী অংশ নিজে বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারার মত যোগ্যতা সৃষ্টি করা হবে।

(চলবে)